ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন ২০২১

অভিভাষণ

অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান
উপাচার্য
ও
সিনেট চেয়ারম্যান

আষাঢ় ১০, ১৪২৮
জুন ২৪, ২০২১

মাননীয় সিনেট সদস্যবৃন্দ
শ্রদ্ধেয় সহকর্মীবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধী,

আসসালামু আলাইকুম। শুভ অপরাহ্ণ। আপনাদের সকলকে ঐতিহ্যবাহী ও প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ-জয়ন্তী এবং মহান মুজিববর্ষের আবেগঘন মুহূর্তের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দীর্ঘ এক বছরেরও অধিক সময় ধরে নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের দরুন পুরো পৃথিবীর মতো আমরা সকলে এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। জনজীবনে স্থবিরতার এই প্রতিকূল সময়েও দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ডাক্তার, নার্স, পুলিশ, প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গসহ সম্মুখ সারির যোদ্ধারা নিজেদের কর্তব্যজ্ঞানের সর্বোচ্চ পরিচয় দিয়ে মানবিকতা ও পেশাদারিত্বের নমুনা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেজন্য তাঁদের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিক ও বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ-জয়ন্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি। তাই ২০২১ আমাদের কাছে অন্য যে-কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি বিশেষত্ব বহন করে। একটা প্রতিকূল পরিস্থিতির মাঝে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণে আপনাদের অনেকে সশরীরে এবং অনেক শ্রদ্ধাভাজন বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য অনলাইনে বার্ষিক সিনেট অধিবেশন ২০২১-এ যোগদান করায় আমি আপনাদের সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

শ্রদ্ধেয় সিনেট সদস্যবৃন্দ,
বক্তব্যের শুরুতে আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহধর্মিণী, রাজনৈতিক জীবনের সহযোদ্ধা, অনুপ্রেরণার উৎস ও আস্থার কেন্দ্রস্থল বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা এবং বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং দীর্ঘ নয় মাসের ত্যাগ তিতিক্ষা ও সংগ্রামের মাধ্যমে মহান স্বাধীনতার বর্ণিল ইতিহাসে বিশ্ব

মানচিত্রে আমাদের জায়গা করে দিতে যেসব মহৎপ্রাণ দেশপ্রেমিক মানুষ নিজেদের জীবন নির্দ্বিধায় উৎসর্গ করে দিয়েছেন তাঁদেরকে। বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে প্রাণ বিসর্জনকারী বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যসহ অন্য শহিদের প্রতি। স্বাধীন বাংলাদেশে স্বৈরশাসন উৎখাত ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যাঁরা জীবন দিয়েছেন সেই সকল শহিদের প্রতিও আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

জাতির এই সংকটময় মুহূর্তে আমি সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অ্যালামনাই, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর সরকার ও তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীদের যাঁদের সময়োপযোগী নেতৃত্ব এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সমাজের সকল শ্রেণিপেশার মানুষের জীবন ও জীবিকাকে সমভাবে গুরুত্ব দিয়ে কোভিড-উদ্ভূত কঠিন সময় মোকাবেলা ও উত্তরণে অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বে সফলতার দৃষ্টান্ত রাখছেন।

সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ,
বিশ্ব মানচিত্রে এশিয়া অঞ্চলের অন্যতম সেরা বিদ্যাপীঠের নাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যার সোনালি ইতিহাসের ছোঁয়া পড়ছে বাঙালি জাতির মুক্তির ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে। দেশের শিক্ষা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বাতিঘর, মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রাণকেন্দ্র এবং গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের লালনক্ষেত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন অতিক্রম করছে তার স্বর্ণালি ইতিহাসের শততম বর্ষ। এই সময়টা আমাদের সকলের জন্যই যেমন আবেগের তেমনই অতীত ইতিহাসের সোনালি দর্পণে নিজেদের আজকের অবস্থানকে প্রতিফলিত করে আরো একবার ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের বীজ বপন করার। তাৎপর্যময় এই বছরটির উদ্‌যাপন নিয়ে ছিল আমাদের সুদীর্ঘ পরিকল্পনা। কিন্তু এই বিশেষ মুহূর্তটিকে ঠিক যে আবেগ ও উচ্ছ্বাসে সকলের অংশগ্রহণে উদ্‌যাপন করার পরিকল্পনা ছিল, বিশ্বব্যাপী করোনাসংকটময় অবস্থার জন্য সেটি এ মুহূর্তে অনেকটা চ্যালেঞ্জের মুখে। তবে, নানা সীমাবদ্ধতার মাঝেও **'টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লব উপযোগী বিশ্ববিদ্যালয় বিনির্মাণ ও দক্ষ মানবসম্পদ**

তৈরি' শীর্ষক প্রতিপাদ্য ধারণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নানা রকম উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো – বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা পরিবেশ এবং অত্যাবশ্যক অবকাঠামোসহ সামগ্রিক উন্নয়নের 'মাস্টার প্ল্যান' প্রণয়ন, মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার তহবিল গঠন ও গবেষণাগারের আধুনিকায়ন, মল চত্বরের ল্যান্ডস্কেপিংসহ 'সেন্টিনারি মনুমেন্ট' তৈরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের ওপর মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ প্রভৃতি।

শতবর্ষ উদ্‌যাপনের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২১ জানুয়ারি ২০২১ "Celebrating Hundred Years of the University of Dhaka: Reflections from the Alumni International and National" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে এর শুভ উদ্বোধন করেন। গণভবন থেকে সংযুক্ত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর মাতৃসম প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বলেন, "এটি এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা বাঙালি হিসেবে আমাদের অর্জনের ও গৌরবের। আমাদের রাজনৈতিক অধিকার, সামাজিক অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার, মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার এবং আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের প্রতিটি সংগ্রামের সূতিকাগার হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী হতে পেরে আমি সত্যিই খুব গর্বিত"। তাঁর এ সুগভীর আবেগ ও উপলব্ধি আমাদের যারপরনাই গভীরভাবে কৃতার্থ করে, অনুপ্রেরণা দেয়। উল্লেখ্য, উক্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে History of the University of Dhaka & Higher Education in Bangladesh; Sciences for Society; Arts, Literature & Culture; Business for Sustainability; Social Sciences for Life and Living এবং Futures of Higher Education শীর্ষক ৬টি আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার (জানুয়ারি-জুন) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব ওয়েবিনারে দেশের ও বিদেশের খ্যাতিমান গবেষক, শিক্ষাবিদ, অ্যালামনাই, রাজনীতিক, সমাজবিশ্লেষক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত নেতৃত্বের ভূমিকা তুলে ধরে বর্তমানের আলোকে ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে মতামত ও প্রত্যাশা তুলে

ধরেন; যা বিশ্ববিদ্যালয়কে পথ দেখাবে। শতবর্ষ উদ্‌যাপনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অংশ হিসেবে লন্ডনে একটি কনফারেন্সের আয়োজন করা হবে। জুলাইয়ে এটি আয়োজনের কথা ছিল, কিন্তু অতিমারি পরিস্থিতি বিবেচনায় বর্ণাঢ্য শতবর্ষ প্রতিষ্ঠাবার্ষিক (১লা জুলাই ২০২১) সহ অন্যান্য সকল কর্মসূচির উদ্‌যাপন ও বাস্তবায়নকাল ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। ১ জুলাই শতবর্ষপূর্তির মূল অনুষ্ঠানটি এখন **১ নভেম্বর** আর লন্ডন-কনফারেন্স মধ্য-নভেম্বরে আয়োজনের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় শতবর্ষপূর্তির বর্ণাঢ্য আয়োজনের উদ্বোধন করতে সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

প্রিয় সিনেট সদস্যবৃন্দ,

করোনা ভাইরাস উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে গত এক বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হলেও অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয় আনার মাধ্যমে যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। সম্পূর্ণ নতুন এবং ভিন্ন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকলের সহযোগিতার মানসিকতার জন্য আমি সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও শিক্ষার্থীরা অনলাইনে ক্লাস করে এবং অনলাইনে/সশরীরে বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে দীর্ঘসময়ের সেশনজটের ঝুঁকি রুখতে পেরেছে। এ মুহূর্তে ৫-৬ মাসের সেশন জট থাকলেও একাডেমিক কাউন্সিল প্রণীত 'ক্ষতি পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা' (Loss Recovery Plan) অনুসরণ করলে তার নিরসন ঘটবে; আর শিক্ষার গুণগতমানের উপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না বলে ধারণা করা হচ্ছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, ফিন্যান্স কমিটি, একাডেমিক কমিটিসহ বিভিন্ন সংবিধিবদ্ধ বডির সভাসমূহ নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছে; এমনকি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে অনেক বডির সভা তুলনামূলক বেশি সংখ্যক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, করোনা একটি দীর্ঘমেয়াদি দুর্যোগ। এই দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের সকলের স্বাস্থ্যবিধি মেনে, সাহস, ধৈর্য

ও সঠিক পরিকল্পনায় সমন্বিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল ও শ্রেণিকক্ষভিত্তিক সশরীরে পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় অগ্রাধিকারভিত্তিতে চল্লিশোর্ধ শিক্ষকদের টিকা কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। তিনি সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্রুত টিকা কার্যক্রমের আওতায় আনার পর আবাসিক হল ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলার উদ্যোগ গ্রহণের সদয় পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন।

সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ,

ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে ক্লাস ও পরীক্ষা পরিচালনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সকলের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা। শিক্ষার্থীদের জন্য এই নতুন পদ্ধতি যেন কোনোভাবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং না হয়ে দাঁড়ায় সেজন্য আমরা পরীক্ষা পদ্ধতিতে যথেষ্ট পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে সার্বিক প্রক্রিয়াটিকে বাস্তবধর্মী করার উদ্যোগ নিয়েছি। এই নতুন অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থাকে ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনার বিষয়টি আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরল। 'লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (এলএমএস) গড়ে তোলা এখন একটা বহুল আলোচিত বিষয়। প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন)-কে প্রধান করে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এজন্য নভেম্বর ২০২০-এ একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে; কমিটির কাজ চলছে। তবে এর চেয়েও সুদূরপ্রসারী সমন্বিত ব্যবস্থা আমাদের গ্রহণ করতে হবে বলে বিশেষজ্ঞগণ মতামত দিচ্ছেন; আর তা হলো University Management System (UMS) তৈরি করা। পৃথিবীর সকল উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা Digitization of University Management System দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি এমন একটি সমন্বিত সফ্টওয়্যার যা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত অটোমেশন সিস্টেমগুলোকে একটি ছাতার নিচে নিয়ে আসে। এর ফলে, ছোট ছোট সিস্টেমগুলো একদিকে যেমন নিজেদের মধ্যে ডাটার আদান-প্রদান করতে পারে, অন্যদিকে তারা সকলে মিলে একটি ইকোসিস্টেম গড়ে তোলে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মচারীরা

তাদের প্রাত্যাহিক কাজের সর্বত্রই এই ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করে অথচ এটা বুঝতে পারে না যে তারা আলাদা আলাদা সফটওয়্যার ব্যবহার করছে। এই সকল সফটওয়্যার যে একই সময় বা একই প্রতিষ্ঠান দ্বারা তৈরি হবে তা নয়; কিন্তু তারা সকলেই একটি ডিজিটাল মাস্টার প্ল্যান-এর অংশ যার কোনোটি অনেকদিন আগেই তৈরি হয়েছে, কোনোটি তৈরি হবার পথে, আবার কোনোটি ভবিষ্যতে তৈরি হবে। এটি একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমকে সমন্বিতভাবে পরিচালনায় সহায়তা করে।

শ্রদ্ধেয় সিনেট সদস্যবৃন্দ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার শতবর্ষের মাহেন্দ্রক্ষণে দেশকেন্দ্রিক যে-কোনো স্বপ্নকে বাস্তবায়নের বন্ধুর পথকে মসৃণ করার গুরুদায়িত্ব নিজের বলেই মনে করে। মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ-জয়ন্তীতে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের মর্যাদা অর্জন করেছে এবং স্বপ্ন দেখছে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বমানচিত্রে জায়গা করে নেয়ার। জাতিসংঘের 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০' (এসডিজি) অর্জনেও বাংলাদেশ যে বদ্ধপরিকর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে নিজেদের যাবতীয় কার্যাবলি পরিচালনায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র তকমা থেকে যে বাংলাদেশ আজকের উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় এসেছে সেটির অন্যান্য স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা অসম্ভব কোনো কাজ নয় বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

গত সিনেট (১৪ জুন ২০২০) অধিবেশনে আমরা প্রথমবারের মতো একটি 'স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান'-এর কথা বলেছিলাম যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো – গবেষণা; শিক্ষার পরিবেশ ও আধুনিকায়ন; বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং; প্রশাসনিক দক্ষতা ও সমন্বয়; শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার ও ভবিষ্যৎ, বিশ্ববিদ্যালয় কমিউনিটির উন্নয়ন (শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী); বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নান্দনিক পরিবেশ; প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও প্রশাসনিক কাজে অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ; নেতৃত্বের উন্নয়ন; স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত ও উৎসাহিত

করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ব্যাপী 'Active Citizenship' উদ্যোগ চালুকরণ; সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্যাবলিকে 'এসডিজি ২০৩০'-এ রূপায়ণ ও 'ভিশন ২০৪১'-এর সাথে সেসবের সমন্বয় সাধন। পরিস্থিতি এবং সীমাবদ্ধতার দরুন গত একবছরে এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন না হলেও আমরা ইতোমধ্যে কতিপয় ক্ষেত্রে কিছু কাজ করেছি। ভবিষ্যতে এই কাজকে আরো বেগবান করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মিলিত প্রয়াসের পাশাপাশি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানকে সার্বক্ষণিক তদারকির জন্য একটি বিশেষ পরামর্শ বোর্ড (এডভাইজরি বোর্ড) গঠন করা প্রয়োজন, যেখানে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি নয় বরং ইন্ডাস্ট্রি এবং সরকার পক্ষ থেকেও প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এর মূল লক্ষ্য হবে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করা; যেখানে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়নের জায়গাটিকে দেখা হবে।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট শিক্ষাবিদসহ বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে, প্রতিষ্ঠিত গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা সমুন্নত রাখাসহ বিভিন্ন যৌক্তিক কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বতন্ত্রভাবে ভর্তি পরীক্ষা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। একইসঙ্গে, দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের ভোগান্তি ও আর্থিক সংশ্লেষণ বিষয়টির লাঘবে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় চ্যান্সেলর-এর সদয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে হয়েছে। সবকিছু বিবেচনায় বিকেন্দ্রীকরণ নীতিতে দেশের বিভাগীয় শহরে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সাধারণ ভর্তি কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিক্ষার্থীরা পছন্দমতো নিকটবর্তী পরীক্ষা কেন্দ্রে স্বল্পশ্রমে ও সময়ে এবং সাশ্রয়ী খরচে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এতে অভিভাবকদের হয়রানিও কমবে। প্রথমবারের মতো ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরে ভর্তি পরীক্ষা আয়োজন একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। একটি বড় চ্যালেঞ্জও। মে মাসে এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত থাকলেও কোভিড-উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় ভর্তি পরীক্ষা এখন আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত হবে ইন্‌শাল্লাহ। সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধান ডিনগণ ইতোমধ্যে তাদের প্রস্তুতি এগিয়ে নিচ্ছেন। বিভাগীয়

শহরের নির্ধারিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের সদয় সহযোগিতা প্রদান করছেন। তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

মাননীয় সিনেট সদস্যবৃন্দ,

কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তার অবস্থান নির্ণয়ের একটি শক্তিশালী সূচক হলো মৌলিক গবেষণা। মূলত টিচিং-লার্নিং এর পাশাপাশি গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মৌলিক কাজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা কার্যক্রমের উন্নয়নে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শতবর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে সরকার এক বিশেষ গবেষণা বরাদ্দ প্রদান করেছেন। এর আওতায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মৌলিক গ্রন্থ ও জার্নাল প্রকাশনা এবং গবেষণা প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও গবেষকগণ প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্প ও পুস্তকাদি মূল্যায়ন করেছেন। সে মোতাবেক শর্ত ও নীতিমালার আলোকে অর্থ অনুদান প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) সামগ্রিক বিষয়টির সমন্বয় করছেন।

নিয়মিত এমফিল ও পিএইচ.ডি প্রোগ্রামকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য এর নীতি ও কার্যক্রম ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি মৌলিক ও প্রায়োগিক (fundamental and applied) উভয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের পিএইচ.ডি প্রোগ্রাম চালু করার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য অবশ্য যথোপযুক্ত গবেষণা বৃত্তি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন অনুষদে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাছাইকৃত মৌলিক গবেষণা প্রস্তাবনা বিবেচনায় নেয়া হবে। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জার্নালে নিজেদের গবেষণা ফলাফল প্রকাশের শর্তে এ গবেষণা বৃত্তি দেয়া হবে। বিদেশি গবেষকগণও এ বৃত্তির আওতায় গবেষণা করতে পারবেন। গবেষণা কাজের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যয়বহুল মৌলিক গবেষণায় প্রয়োজনীয় অর্থায়ন এখন সময়ের দাবি। তাই বিশেষ তহবিল সংস্থানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে, 'প্ল্যাজারিজম পলিসি' প্রণয়নেও বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের Centre for Advanced Research in Sciences (CARS) ভবনে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার জন্য যে আরটি-পিসিআর ল্যাব তৈরি করা হয়েছিল সেটিকে ভাইরোলজি বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি বিশেষায়িত গবেষণা ল্যাবে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এর নাম 'বায়োলজিক্যাল হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস অ্যান্ড হেল্‌থ রিসার্চ ল্যাবরেটরি'। এসব উদ্যোগ কার্যকর হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অনুষদে মৌলিক গবেষণার কাজ বেগবান হবে; যা শতবর্ষী এ বিশ্ববিদ্যালয়টির একটি গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে উঠতে ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ,

গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক কর্মদক্ষতা, ভাষাদক্ষতা ও কর্পোরেট শিষ্টাচার জ্ঞান অর্জনসহ তাদের অধিকতর নিয়োগযোগ্য (employable) করে গড়ে তোলার জন্য **গ্র্যাজুয়েট প্রমোশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট** নামক এক বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজেদের মর্যাদাকর অবস্থান টিকিয়ে রাখা, এসডিজি অর্জনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ/ইনস্টিটিউট নিজ নিজ গ্র্যাজুয়েটদের স্বার্থে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক ও আন্তঃসহযোগিতার জন্য সমঝোতা চুক্তি বা বিনিময় চুক্তি সম্পাদন করবে এবং গ্র্যাজুয়েটদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

একটি উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তামুখী বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশ তৈরির জন্য ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি এন্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ সেন্টার (আইসিই) কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি উদ্যোক্তা উন্নয়নে এ সেন্টারের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যকার একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় "Capacity Building of Universities in Bangladesh to Promote Youth

Entrepreneurship" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। কোরিয়ান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কোইকা) এই প্রকল্পে সাড়ে সাত মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করবে। এর আওতায় সেন্টার অব অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড স্যোশাল সায়েন্সেস ভবনে একটি বিশ্বমানের এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ সেন্টার নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি এখানে সক্ষমতা উন্নয়নের (ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট) অংশ হিসেবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, গবেষণা ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে কারিকুলাম তৈরির কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই প্রক্রিয়া মূলত একটি উদ্যোক্তামুখী সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নে সৃজনশীল পরিবেশ সৃষ্টি ও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার নির্মাণে ভূমিকা রাখবে বলে গভীরভাবে প্রত্যাশা রাখছি।

শ্রদ্ধেয় সিনেট সদস্যবৃন্দ,

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের আন্তরিক প্রয়াসে ও দিকনির্দেশনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নে, উন্নয়নশীল বাংলাদেশের উন্নত বাংলাদেশে উত্তরণ ঘটানোয় এবং সর্বোপরি দেশের ও সময়ের প্রয়োজনে আমাদেরকে প্রতি বছর ন্যূনতম তিন থেকে চারগুণ বেশি দক্ষ তথ্য প্রযুক্তিবিদ তৈরি করতে হবে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা তথা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী বাংলাদেশ গড়তে গবেষণা উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য-প্রযুক্তি খাতে নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে, যা দেশের অর্থনীতিতে সরাসরি অবদান রাখবে; নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবে। সেই লক্ষ্যে, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির (Knowledge Based Economy) গবেষণাগার/সূতিকাগার স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজির (আইআইটি) মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে বাংলাদেশ সরকার এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক যৌথভাবে অর্থায়নে সম্মত হয়েছে। আশা করা যায়, এই

বছরের মধ্যেই প্রকল্পটি একনেকের অনুমোদন পাবে। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'আইটি হাব' তৈরি হবে, যার মাধ্যমে দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সমন্বিত করে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখার সুযোগ তৈরি হবে। এটি হবে শিক্ষাখাতে বাংলাদেশের পরিবেশবান্ধব সবুজ প্রযুক্তির (Green Technology) তৈরি প্রথম ভবন। এর নাম IT HR Hub. এর গবেষণা ও উন্নয়নভিত্তিক বিভাগের নাম R&D Center. উদ্ভাবকগণ যে ইউনিটে সংযুক্ত থাকবেন তার নাম Start DU এবং উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থান তৈরিতে যে বিভাগটি সহায়তা করবে সেটি হবে DuVLab.

প্রিয় সিনেট সদস্যবৃন্দ,

আমাদের প্রিয় এই বিদ্যাপীঠ ১৯২১-এ ৬০০ একর জমির উপর যাত্রা শুরু করেছিল মাত্র ৩টি অনুষদ, ১২টি বিভাগ, ৬০ জন শিক্ষক, ৮৪৭ জন শিক্ষার্থী এবং ৩টি আবাসিক হল নিয়ে। সময়ের পরিক্রমায় বেড়েছে অনেক কলেবর। সবক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত, পরিকল্পিতভাবে সম্প্রসারণ ও বিকাশ ঘটেছে সেকথা বলার অবকাশ নেই। অন্যদিকে, ক্যাম্পাস আয়তন সংকুচিত হয়ে অর্ধেকে নেমেছে। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে, প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও, শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি বিশেষ অবস্থানে উন্নীত করানোর জন্য মৌলিক গবেষণা কার্যক্রম জোরদারের বিকল্প নেই। এজন্য অবশ্য অন্যান্যের মধ্যে প্রয়োজন একটি সুষ্ঠু অবকাঠামোগত পরিকল্পনা, প্রশাসনিক দক্ষতা ও সঠিক সমন্বয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্বিত প্রাক্তন শিক্ষার্থী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সদয় পরামর্শে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সুপরিকল্পিতভাবে ঢেলে সাজানোর প্রয়াস হিসেবে প্রথমবারের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ 'মাস্টার প্ল্যান' প্রণীত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ নীতিগতভাবে এর অনুমোদন দিয়েছে। আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অবলোকন ও সদয় অনুমোদনের পর এর উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা যাবে। উন্নয়ন প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে অন্যান্যের মধ্যে রয়েছে: গবেষণাগার সংস্কার ও আধুনিকায়ন, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ, ছাত্র-শিক্ষক

কেন্দ্রের উন্নয়ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টার (বর্তমান 'শহিদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মুর্তজা মেডিকেল সেন্টার') যুগোপযোগীকরণ ও পুনর্নির্মাণ, মেয়েদের জন্য 'জয় বাংলা হল' ও 'শহিদ এথলেট সুলতানা কামাল হল' তৈরি, ওয়াকওয়ে ও জলাধার সংস্কার, নান্দনিক সবুজ পরিবেশ তৈরি, একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি (knowledge based economy) বিকাশের জন্য আইটি হাব (IT Hub) তৈরি, ঐতিহ্যিক স্থাপত্যশৈলীতে কেন্দ্রীয় মসজিদ পুনর্নির্মাণ প্রভৃতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় পদক্ষেপ এবং অর্জনগুলোকে সঠিকভাবে দেশ এবং বহির্বিশ্বে উপস্থাপন করার জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটকে আন্তর্জাতিকমানের রূপ দিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস ও হিসাব পরিচালকের অফিসের অনেক কাজ অনলাইনে সম্পাদনের উদ্যোগ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় সিনেট সদস্যবৃন্দ,

ইতিহাসের মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একজন যথার্থ নেতৃত্বগুণ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে দেশ ও দশের কল্যাণে পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করতে যে মানুষটি পর্দার আড়ালে থেকে সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার ও নিরলস শ্রম দিয়েছেন, তিনি আর কেউ নন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। এই মহীয়সী নারীর অসাধারণ অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে একটি গবেষণা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিগত সিনেট সভায় (১৪ জুন ২০২০) প্রস্তাব করা হয়েছিল। সে মোতাবেক 'Bangamata Sheikh Fazilatunnesa Centre for Women, Gender and Policy Studies' শীর্ষক একটি সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই সেন্টারের মূল উদ্দেশ্য হলো নারীর মর্যাদা, অবদান এবং ক্ষমতায়নের গুরুত্ব ও তাৎপর্য পর্যালোচনা করে সমাজকে আলোকিত করা এবং দেশ ও জাতির উন্নয়ন ঘটানো। এদেশের ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের প্রথিতযশা নারীদের অবদান ও কৃতিত্ব তুলে ধরে আগামী দিনের নারী অধিকার ও নেতৃত্ব, লিঙ্গ সমতা ও উন্নয়নসহ সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির বিবর্তনের ক্ষেত্রকে বিকশিত করার লক্ষ্যে

আলোচনা সভা, সেমিনার, সম্মেলন, গবেষণা ও প্রকাশনা কর্ম পরিচালনায় 'বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা সেন্টার ফর উইম্যান, জেন্ডার এন্ড পলিসি স্টাডিজ' অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশা রাখি। সেন্টারটির প্রাথমিক ধারণাপত্র তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগকে ধন্যবাদ।

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি' কার্যক্রম শুরু করেছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. ফকরুল আলম এর প্রথম পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করে কৃতার্থ করেছেন। এই মহান সিনেটের সম্মানিত রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট সদস্য, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড-এর সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. আতাউর রহমান প্রধান এ ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুদান প্রদানের সানুগ্রহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ইতোমধ্যে ৫০ (পঞ্চাশ) লাখ টাকা ইনস্টিটিউটের জন্য অনুদান প্রদান করেছে। জনাব মো. আতাউর রহমান প্রধানসহ 'সোনালী পরিবারের' সম্মানিত সদস্যদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ ইনস্টিটিউটকে আন্তর্জাতিক মানের উচ্চতায় উন্নীত করা আমাদের লক্ষ্য। আধুনিক সুযোগসুবিধা সংবলিত একটি স্বতন্ত্র স্থাপনা অবশ্যই এর অন্যতম পূর্বশর্ত। এ নিরিখে আমাদের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। ইনস্টিটিউটের জরুরি দাপ্তরিক কার্যাবলিতে সহায়তা প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন জনবল কাঠামোর দুটো পদ ইতোমধ্যে মঞ্জুর করেছে। মঞ্জুরি কমিশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রিয় সিনেট সদস্যবৃন্দ,

সরকারের 'ভিশন ২০৪১'-এর উন্নত বাংলাদেশের যাত্রার পথে সব থেকে বড় স্টেশনটির নাম 'এসডিজি ২০৩০'। আমরা বিশ্বাস করি এ ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষা, গবেষণা, নেতৃত্ব এবং অপারেশান্স ও গভর্ন্যান্স যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ।

জাতিসংঘের The Sustainable Development Solutions Network (UN-SDSN)-এর উদ্যোগে গত ৯-১০ জুলাই ২০২০ অনুষ্ঠিত দুদিনব্যাপী 'University Sector Support to UN Secretary General's Call for a Decade of Action on the SDGs' শীর্ষক এক বিশেষ আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমন্ত্রিত হন। উল্লেখ্য, এ সম্মেলনটি নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠানের কথা ছিল, কিন্তু কোভিড অতিমারির কারণে এটি ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। এতে জাতিসংঘের মহাসচিব মি. অ্যান্টনিও গুটারেস, উপ-মহাসচিব আমিনা মোহাম্মেদ এবং UN-SDSN-এর প্রেসিডেন্ট ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জেফরি সাচস্ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এই সম্মেলনের উভয়দিনে অংশগ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত উপস্থাপন করেন। পরবর্তীকালে ২৫ জুলাই ২০২০ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যবৃন্দের সাথে তিনি 'SDG ও বিশ্ববিদ্যালয়' বিষয়ে তাঁর লব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। SDG(s) অর্জনে তিনি Research and Innovation; Curriculum Redesigning with Inter-Disciplinary and Post-Discipilinary Focus; National and Global Partnership/Collaboration; এবং SDGs Response Cell গঠন – এই ৪টি কর্মপরিকল্পনার (Action Plan) প্রতি উপাচার্যবৃন্দের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একইসঙ্গে, তাঁরা Academia-Indurstry Alliance বৃদ্ধির ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। উল্লেখ্য, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন)-এর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এসডিজি রেসপন্স কো-অর্ডিনেশান সেল' গঠন করা হয়েছে। টিচিং-লার্নিংসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজকে এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সমন্বয় করার জন্যই এই উদ্যোগ। শিক্ষার্থীরা যাতে এসডিজি'র বিষয়াবলি অনুধাবন করে তাদের চিন্তা ও কর্মে সেসবের প্রতিফলন ঘটাতে পারে সেজন্য সব কারিকুলামে এসডিজি সংশ্লেষণের জন্য বিভাগ ও ইনস্টিটিউটগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ,

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. হাসিনা খান ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম এবং জিন প্রকৌশলী ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. আফতাব উদ্দিন-এর নেতৃত্বে একদল গবেষক, জীববিজ্ঞানী সোনালী আঁশ পাটের মধ্যে বসবাসরত একটি নতুন ব্যাকটেরিয়া Staphylococcus hominis MBL_AB63 থেকে জীবন রক্ষাকারী একটি antibiotic-এর সন্ধান পেয়েছেন, যার নাম দেয়া হয়েছে Homicorcin। তাদের এই গবেষণাটি বিখ্যাত জার্নাল Scientific Reports-এ গত ২৭শে মে প্রকাশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষে মৌলিক এ গবেষণা ও আবিষ্কার শতবর্ষী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য, নিঃসন্দেহে, গৌরবের। আমি আমাদের সহকর্মী, জীববিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানাই এবং আশা করি অন্য সহকর্মীবৃন্দ অনুপ্রাণিত হয়ে মৌলিক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে সমৃদ্ধ করবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং বিষয়ে বিগত সিনেট অধিবেশনে আলোকপাত করেছিলাম। র‍্যাংকিং নির্ধারণের সূচকসমূহের বিশেষ করে মৌলিক গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাতের উন্নয়ন না ঘটলে বিশ্ব র‍্যাংকিং-এ আমাদের অবস্থান এগুনো তো দূরের কথা, পিছানো অস্বাভাবিক নয়। আপনাদের ভাবনার জন্য একটি তথ্য উপস্থাপন করি। কিউএস ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৮০০-১০০০-এ; কিন্তু বিষয়ভিত্তিক Business and Management Studies ক্যাটাগরিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৩৫১-৪০০।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বাস্তবতা বিবেচনায় যৌক্তিকভাবে নির্ধারিত এটা বলা কঠিন। শিক্ষার সামগ্রিক পরিবেশ ও গুণগত মানের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব অনুভূত হচ্ছে। তাই বিভাগ/ইনস্টিটিউটসমূহের সক্ষমতা এবং দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের চাহিদা, সর্বোপরি, Institutional Quality Assurance Cell (IQAC)-এর সূচক বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি সংখ্যা পুনর্নির্ধারণের জন্য ইতোমধ্যে একাডেমিক কাউন্সিল সম্মানিত ডিন, বিভাগীয়

চেয়ারম্যান ও ইনস্টিটিউটের পরিচালকদের নির্দেশনা দিয়েছে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে চ্যালেঞ্জিং। কেননা, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য স্যার পি.জে হার্টগ (১৯২০–১৯২৫) যথার্থই বলেছিলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি রাজনৈতিক (political origin)।

শ্রদ্ধেয় সহকর্মীবৃন্দ ও প্রিয় সিনেট সদস্যবৃন্দ,

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আমাদের প্রাণপ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়টির জন্ম হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫ খ্রি.) ও বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১ খ্রি.) উদ্ভূত রাজনৈতিক ঘটনার পটভূমিতে 'Splendid Imperial Compensation' হিসেবে। বিশ্ববিদ্যালয়টি খুব বেশি রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা বহুবার পেয়েছে এটা বলা কঠিন। তবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মর্যাদা ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় আইন '১৯৭৩ আদেশ'-সহ যে বিরল সুযোগ-সুবিধা তাঁর *alma mater*-কে প্রদান করেছেন তা, নিঃসন্দেহ, 'Unparallel Monumental Royal Reward'। এর প্রায় পাঁচ দশক পর ২০২০-২০২১-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর মাতৃসম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি যে আবেগ, দরদ, মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। শিক্ষার্থীদের আবাসিক হল সংস্কার ও সম্প্রসারণ, একাডেমিক ও আবাসিক ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নে তাঁর অবারিত অবদান ও সুতীক্ষ্ণ নজরদারি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। সম্প্রতি, যুগোপযোগী, আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) নির্মাণে তাঁর বিশেষ সানুগ্রহ নিদের্শনা ও পরামর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষে 'Magnificent Majestic Endowment' হিসেবে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমি মনে করি, এসব অনবদ্য অবদানের একটি স্মারক-স্বীকৃতি (Memorial Tribute) থাকা সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য খুবই জরুরি। আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট যথাসময়ে এ নিরিখে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

মাননীয় সিনেট সদস্যবৃন্দ ও সুধীজন,

হেলেন কেলারের (১৮৮০-১৯৬৮) সেই বিখ্যাত উক্তিটি আমি আপনাদের সকলের সদয় দৃষ্টিতে আনতে চাই, 'Alone we can do so little; together we can do so much'. বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগ, ইনস্টিটিউট, সেন্টার, অধিভুক্ত/ উপাদানকল্প কলেজসমূহ এবং অন্য সকল অংশীজন নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার মাধ্যমে আমাদের গৃহীত যাবতীয় পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে গুরুত্ববহ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আন্তরিক আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) সেই কথাটি স্মরণ করি, "ব্যর্থ না হওয়ার সব চাইতে নিশ্চিন্ত পথ হলো সাফল্য অর্জনে দৃঢ় সংকল্প হওয়া।" শতবর্ষী মাতৃসম এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে দ্বিতীয় শতবর্ষের উপযোগী বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের সকলের নৈতিক ও পেশাদারী দায়িত্ব। আমরা সামষ্টিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে আমাদের নিজস্ব অবস্থান থেকে ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যাপীঠের জন্য সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালন করতে আমি আপনাদের সকলের প্রতি বিনম্র আহ্বান জানাচ্ছি।

কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে নানা সীমাবদ্ধতায়ও যে সকল সম্মানিত শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়কে সচল রাখতে কাজ করছেন, অবদান রাখছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। নিরাপদ ও সুস্থ থাকুন।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিরজীবী হোক। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

[**বিঃদ্রঃ** বিগত সিনেট অধিবেশন (১৪ জুন ২০২০) থেকে অদ্যাবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়নসহ সার্বিক কার্যাবলি প্রকাশিতব্য বার্ষিক বিবরণীতে উপস্থাপিত হবে। আপনাদের সদয় অবগতির জন্য এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত **পরিশিষ্টে** নমুনা হিসেবে বিভিন্ন অর্জন, উন্নয়ন ও কর্মসূচি উল্লেখ করা হলো।]